প্রাজ্ঞ

'আয়রন লেডি' বলে পরিচিত শর্মিলা চানু ১৯৭২ সালে মণিপুরের ইম্ফলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ। মণিপুর থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবিতে ১৬ বছর অনশন করেন তিনি। তাঁকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সময়ের অনশনকারী বলা হয়ে থাকে। অনশন করার জন্য তিনি বহুবার গ্রেফতারও হয়েছেন। ২০১৬-য় অনশন প্রত্যাহারের পর মণিপুরে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হন তিনি। মানবাধিকার কমিশনের 'গুয়াংজু', 'জীবনকৃতি' সহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার, ২৯ ফাল্গুন ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ২৯৪ সংখ্যা

তারাদের প্রয়োজন

প্রার্থী তালিকায় চমক অব্যাহত রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীতের লোকসভা ও বিধানসভা ভোটগুলির মতো এবারের লোকসভা নির্বাচনেও রুপোলি পর্দার নায়ক-নায়িকাদের প্রার্থী করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী। দেব, মুনমুন সেন, শতাব্দী রায়দের পাশাপাশি এবারের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন টলিউডের জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ও নুসরত জাহান। সিপিএমের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত যাদবপুরে মিমিকে এবং বসিরহাটের মতো সংখ্যালঘু তথা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী আসনে নুসরতকে দাঁড় করিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন সন্ধ্যা রায় ও তাপস পাল। মুনমুন সেনকে অবশ্য বাঁকুড়া থেকে সরিয়ে আসানসোলে প্রার্থী করা হয়েছে। দেব ও শতাব্দীকে যথাক্রমে ঘাটাল ও বীরভূম আসনে দাঁড় করানো হয়েছে। লক্ষ্য একটাই, তারকাদের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ৪২-এ ৪২ করার স্বপ্নপূরণ করা।

ভারতের রাজনৈতিক ময়দানে রুপোলি পর্দার নায়ক, নায়িকাদের আসার অভ্যাস বহু পুরোনো। অতীতে অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্নার মতো বলিউড সুপারস্টাররা কংগ্রেসের টিকিটে লোকসভায় নির্বাচিত হলেও তাঁরা বেশিদিন সক্রিয় রাজনীতিতে টিকতে পারেননি। আবার প্রয়াত কংগ্রেস সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুনীল দত্ত বা বিক্ষুব্ধ বিজেপি সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহারা চুটিয়ে রাজনীতি করেছেন। রাজ বব্বর, জয়া বচ্চনরাও রাজনৈতিক জগতে অত্যন্ত সিরিয়াস। টেলিভিশনের 'তুলসী' খ্যাত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বা গায়ক বাবুল সুপ্রিয় বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অন্যতম স্তম্ভ। আবার উলটোদিকে হেমা মালিনী, কিরণ খের, পরেশ রাওয়ালের মতো বিজেপি সাংসদরা এখনও পর্যন্ত সেভাবে রাজনৈতিক পরিসরে দাগ কাটতে পারেননি।

সিনেমা আর রাজনীতি একাকার হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ ভারতেও। তামিলনাড়ুতে এমজি রামাচন্দ্রন, জয়ললিতা, বিজয়কান্ত, কমল হাসান, রজনীকান্ত প্রত্যেকেই রাজনীতিতে এসেছিলেন বা এসেছেন ফিল্মি দুনিয়া থেকে। অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপির প্রতিষ্ঠাতা এনটি রামা রাও-ও এসেছিলেন রুপোলি জগৎ থেকেই। রাজনীতিতে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে সিনেমায় আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তাই ছিল তাঁদের সবথেকে বড়ো পুঁজি।

একইরকম জনপ্রিয়তাকে সামনে রেখেই ২০১৪-য় প্রথমবার সাংসদ হন দেব, সন্ধ্যা রায় ও মুনমুন সেন। সন্তোষ রানা, প্রবোধ পান্ডা ও বাসুদেব আচারিয়ার মতো হেভিওয়েট বামপন্থী নেতাদের হারিয়ে তাঁরা রাতারাতি জায়ান্ট কিলারের তকমা পান। নেত্রীর আস্থা অর্জন করে লোকসভায় পা রাখেন তাঁরা। কিন্তু তারপরের ছবিটা একজন সাংসদের পক্ষে অত্যন্ত বেমানান। এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান হল লোকসভা। প্রতিটি অধিবেশনে নিয়মিত হাজির থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করা এবং নিজের এলাকার সমস্যাগুলি দেশের সামনে তুলে ধরা একজন নির্বাচিত সাংসদের প্রথম কর্তব্য। কিন্তু লোকসভার পরিসংখ্যান বলছে, দেব, সন্ধ্যা রায়, মুনমুন সেন এ ব্যাপারে ডাহা ফেল। মুনমুন, সন্ধ্যা, শতাব্দীরা নিয়মিত সংসদে হাজির থাকলেও দেবকে গত পাঁচবছরে প্রায় দেখাই যায়নি লোকসভায়। সংসদের নিম্নকক্ষে বিতর্কে অংশগ্রহণ বা কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতেও খুব একটা দেখা যায়নি এই তারকা সাংসদদের। নিজেদের এলাকায় নিয়মিত রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও অংশ নেননি তাঁরা।

সেকারণে টলিপাড়ার নায়ক, নায়িকাদের পুনরায় প্রার্থী করা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাহলে কি মমতার জনপ্রিয়তায় ভাটা দেখা দিচ্ছে? তাই তারকাদের জনপ্রিয়তাকে বাজি রাখতে হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে? মমতার অতিবড়ো শত্রুও অস্বীকার করবেন না যে, রাজ্যের রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয়তার নিরিখে এখনও তিনিই সেরা। এখনও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মানুষ পথে নামেন। জ্যোতি বসুর পর তিনি একমাত্র জননেত্রী, যাঁর দেশে তো বটেই, সারাবিশ্বে পরিচিতি রয়েছে।

তবুও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এবার পশ্চিমবঙ্গের লড়াই রীতিমতো হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে বিজেপি যে আগ্রাসী মনোভাব দেখাচ্ছে তাতে তৃণমূল কংগ্রেস যথেষ্ট চাপে। রাজ্যে ৪২-এ ৪২ করার পথে মমতার সবথেকে বড়ো সমস্যা হল, দলের গোষ্ঠীকোন্দল। তৃণমূলের একাধিক গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠীর অশান্তি ও সংঘর্ষে রাজ্যের পরিস্থিতি দিনকে দিন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিজেপিও এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফায়দা তুলে তৃণমূলে ভাঙন ধরাতে মরিয়া। একদিকে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল, অন্যদিকে বিজেপির উল্কার গতিতে উত্থান আটকাতে নিরপেক্ষ প্রার্থী বেছে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না নেত্রীর। তাছাড়া নিজের জনপ্রিয়তার সঙ্গে তারকাদের জনপ্রিয়তাকেও পুঁজি করতে চান মমতা। তাতে লড়াইয়ের ময়দানে বাড়তি সুবিধা পাবে শাসক শিবিরই। গত পাঁচবছরে দেব, মুনমুন সেনদের রাজ্যের অধিকার নিয়ে লোকসভায় সরব হতে খুব একটা দেখা যায়নি। তাই মিমি, নুসরতরা যদি নির্বাচনি লড়াই জিতেও যান, তাহলে লোকসভায় তৃণমূলের শক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁদের হাতে আর কোন দায়িত্ব দলনেত্রী তুলে দেন তা দেখার অপেক্ষায় থাকবে বঙ্গবাসী।

অমৃতধারা

ভাগ্যই ফলদাতা, অতএব ভাগ্যকে মানিতে না পারিলেই জন্ম-মৃত্যু জরার কবলকে ছাড়িতে পারে না। সত্যনারায়ণের ভাগ্য নাই, তার সেবকের কোনো অভাব নাই জানিবেন। লোক সকল অহংকারের সেবা করিয়া বন্ধি হয়। সত্যকে জানিতে দেয় না। মনের দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। অতএব সর্বদা সত্যের অধীন হইতে চেষ্টা করিবেন। কর্তা অভিমান ত্যাগ হইলে ত্রিজগতের ঋণমুক্ত হইয়া থাকে। কাহারও কোনো দোষ নাই জানিবেন, সকলই ভাগ্য হইতে হয়।

ভাগ্য অনুসারে জীবের সঙ্করে ফলাফল ভোগ করে। অতএব সত্যকে স্মরণ করিয়া সত্য নিয়া থাকিতে বিশেষ রূপে চেষ্টা করিবা।

স্ব স্ব ভাগ্যবশে প্রকৃতির তারতম্য যোগে কাল অকাল গতির দ্বারা ত্রিলোকের জীবগণ সকলেই ভোগ করিয়া থাকেন। ইহার ফলদাতা একমাত্র ভগবান অধিকারী, অন্য কাহারও কোনো অধিকার নাই জানিবেন। অতএব কাল বশেই সকল জগতের বিষমত্ব হইয়া থাকে, কাহারও কোনো দোষ নাই। এই ভাগ (বণ্টন) হইতে মুক্ত করিতে একমাত্র সত্যই শক্তিমান। অতএব সত্যের আশ্রয়ে থাকিতে সর্বদা চেষ্টা করিবেন।

–শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

শব্দরঙ্গ ■ ২২৫১

পাশাপাশি ঃ ১। সুপারি গাছ ৩। ঝোলাগুড়, চিটেগুড় ৪। লৌকিকতার আঞ্চলিক রূপ ৫। অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ বালক, বামন, ক্ষুদ্রাকৃতি ৭। ফতুয়া জাতীয় জামাবিশেষ, হাতকাটা ও বুকখোলা জামাবিশেষ ১০। লেখার কালি, কলঙ্ক, মাকড়সার ঝুল ১২। রাতদিন, সর্বক্ষণ ১৪। মর্তমান জাতীয় কলাবিশেষ ১৫। হিতকর বা সুশ্রাব্য কথা ১৬। ৯ সংখ্যা বা ৯ সংখ্যক।

উপর-নীচ ঃ ১। জটলা, ঘোঁট, আড্ডা ও খোশগল্প ২। প্রাচীন কান্যকুব্জ ৩। দাপাদাপি, দুরন্তপনা বা ক্রমাগত মাতালের মতো আচরণ ৬। বিরুদ্ধে, নামান্তরে বা ওরফে ৮। ছোটো মালশা ৯। অস্থির আকুল বা উচাটন ১১। অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে এমন ১৩। দণ্ড দেওয়া, শাসন, সংযম বা নিবারণ।

সমাধান ■ ২২৫০

পাশাপাশি ঃ ২। শশধর ৫। নরক ৬। দলমাদল ৮। কাণ্ড ৯। বনা ১১। দুর্ব্যবহার ১৩। মানস ১৪। শিরশির।

উপর-নীচ ঃ ১। আনকোরা ২। শক ৩। ধবল ৪। দলিল ৬। দণ্ড ৭। মাকনা ৮। কাবাব ৯। বর ১০। শবাসনা ১১। দুর্বাসা ১২। হাঙর ১৩। মার।

গোসানিমারির নিমাইদুয়ার, চৈতন্য-স্মৃতি অনুসন্ধানে মিলতে পারে নতুন ইতিহাস

নানা সূত্র থেকে একটি সম্ভাবনা উঁকি মারছে যে, কামরূপের পথে চৈতন্যদেব গোসানিমারি দুর্গে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা নরনারায়ণের দেখা হয়েছিল। লিখেছেন দেবব্রত চাকী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক চৈতন্যদেবের কামরূপে আসার ইতিহাস এর আগে কখনও সেভাবে আলোচিত হয়নি। কিন্তু তিনি যে করতোয়া নদী পার হয়ে কামরূপ রাজ্যে এসেছিলেন, তার উল্লেখ কিন্তু ইতিহাসে আছে। কিন্তু কীভাবে, কোন পথে তিনি এসেছিলেন, সেসম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের বড়োই অভাব। নানা সূত্র থেকে একটি সম্ভাবনা উঁকি মারছে যে, কামরূপের পথে চৈতন্যদেব গোসানিমারি দুর্গে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা নরনারায়ণের দেখা হয়েছিল। এবিষয়ে এর আগে কোনো প্রবন্ধ বা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিনা, তা জানা যায়নি। তবে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং ব্যক্তিগতভাবে এই ইতিহাসের প্রতি কৌতূহল থাকায় এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস। শুরুতেই স্বীকার করে নিতে চাই যে, এই লেখাটিকে এই বিষয়ের উপর প্রারম্ভিক প্রয়াস হিসেবে দেখাই ভালো।

সূচনাতেই বলা প্রয়োজন, এই কৌতূহলের উৎস কী? উৎস খাঁ চৌধুরি আমানতউল্লা আহমেদের লেখা 'কোচবিহারের ইতিহাস' বইটি। যেখানে লেখা রয়েছে, '...মহারাজ নরনারায়ণের রাজ্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব একবার কামরূপে আসিয়াছিলেন, এরূপ কথিত হইয়াছে। তিনি নাকি করতোয়া নদী অতিক্রমপূর্বক মণিকূটে গমন করেন এবং তথায় কয়েকদিবস অবস্থান করিয়া 'পরশুকুণ্ডে' যান। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি পুনরায় দিবস মণিকূটে অবস্থানান্তর উড়িষ্যা অভিমুখে প্রস্থান করেন। তিনি সাধনভঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া মণিকূটের এক স্থান অদ্যাপি 'চৈতন্যখোলা' নামে পরিচিত হইতেছে।' খাঁ চৌধুরি আমানতউল্লা আহমেদ তাঁর এই বক্তব্যের সূত্র হিসেবে 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার' (১৩২২ সন, ২২শ ভাগ, ২৪১ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করেছেন। যেখানে লেখা আছে, 'পাচে মহাপ্রভু (চৈতন্যদেব) তৈর পারা আসি করতোয়ার তীরে রহিলা। পাচে যেমন রাজা নরনারায়ণ হুই উপর দেশর পরা অনেক লোকক নমাই আনি শঙ্করক গোমস্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র। তেখনে চৈতন্য ভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মণিকূট আসিলা।' (সৎ সম্প্রদায়ের কথা, ৩.০ ৩৩ পৃষ্ঠা)।

আবার দেখা যায় কামরূপে চৈতন্যদেবের আসার খবর 'কৃষ্ণভারতী'-র লেখা 'সন্তনির্ণয়' নামে আর এক সপ্ত পুঁথিতেও আছে। এই কৃষ্ণভারতী ঠিক কোন সময়ে পুঁথিটি লিখেছিলেন, তা জানা যায়নি। কিন্তু ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের 'প্রয়োগ রত্নমালা' ব্যাকরণে এক কৃষ্ণভারতীর নাম করেছেন।

১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তরের পুরাতত্ত্ব বিভাগ 'কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি' নামে যে বই প্রকাশ করেছিল, সেখানেও চৈতন্যদেবের কামরূপ সফর সম্পর্কে কিছু উল্লেখ রয়েছে। বইটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) দপ্তরের বিশেষ আধিকারিক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবীররঞ্জন দাশ। গ্রন্থটির তথ্য সংকলন ও গ্রন্থনায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব অধিকার বিভাগের অধীক্ষক শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বইটির ৩০ নম্বর পাতায় কামতাপুর দুর্গের বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনাটি এরকম, '...নিমাই-দুয়ার দিয়ে সম্ভবত চৈতন্যদেব (পূর্ববর্তী নাম নিমাই) কোচবিহারে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন।'

আমরা এই বইটিতে আরও উল্লেখ পাই যে, মাটির অত্যন্ত উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা কামতাপুর দুর্গের যে সাতটি প্রবেশদ্বার ছিল, সেগুলির আলাদা আলাদা নাম ছিল। এগুলির বর্ণনা ছাড়াও কামতাপুর দুর্গের সামগ্রিক বর্ণনাও এই আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পাঠকের জানার জন্য এখানে তার উল্লেখ করা হল—

'...দুর্গের সাতটি প্রবেশদ্বার বা দরজা ছিল। তার মধ্যে ছয়টির অস্তিত্বের নিদর্শন এখনও বর্তমান। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবেশপথগুলির নাম যথাক্রমে শিলদুয়ার, বাঘদুয়ার, সন্ন্যাসীদুয়ার, জয়দুয়ার, নিমাইদুয়ার ও হোকদুয়ার। এদের মধ্যে কয়টি পাথরের, কাঠের বা লোহার ছিল, তা বলা যায় না। তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় যে, প্রথমটি ছিল পাথরের (শিলদুয়ার নামকরণই এর বড়ো প্রমাণ)। এই প্রবেশপথটির ধ্বংসাবশেষ নাকি ২০ বছর আগেও বিদ্যমান ছিল। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এক বিধ্বংসী বন্যায় তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বাঘদুয়ারের উপরে নাকি বাঘের মূর্তি বা মুখ খোদিত ছিল। সন্ন্যাসীদুয়ার নামকরণের কারণ সম্ভবত ওই দরজা দিয়ে সাধুসন্তেরা রাজার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। জয়দুয়ার দিয়ে রাজা বোধহয় যুদ্ধে জিতে এসে প্রবেশ করতেন। নিমাইদুয়ার দিয়ে সম্ভবত চৈতন্যদেব (পূর্বতন নাম নিমাই) কোচবিহারে ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। হোকদুয়ারের আর এক নাম ছিল হেঁকোদুয়ার। বুকানন হ্যামিল্টনের মতে হেঁকো নামে একজন খেন বা কোচ নায়কের নামানুসারে হেঁকোদুয়ারের নামকরণ হয়।'

কোচবিহারের দিনহাটার কাছে গোসানিমারিতে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। প্রশ্ন হল, শত শত বছর ধরে গোসানিমারির এই কামতাপুর দুর্গ ঘিরে থাকা এই মাটির প্রাচীর বা গড় নিয়ে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও এর রক্ষণাবেক্ষণ একেবারেই হতাশাজনক। আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কিছুদিন খননকার্য চালালেও এখন এলাকাটি কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাতে অমূল্য কিছু পুরাতাত্ত্বিক নির্দশন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। গড়টির উপরে বা পাশে কিছু কিছু এলাকায় সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে গাছ লাগানো ছাড়া এর সংরক্ষণে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত কিছু দেখা যায়নি। অথচ এই গড়ের তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব যা, তাকে ইতিহাস-পর্যটনের পটভূমিতে ভিন্ন মাত্রায় তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেহেতু অপরিসীম, সেই কারণে গড়টি নিয়ে অনেক গবেষণা হওয়া জরুরি ছিল। দুর্ভাগ্যজনক যে, তা একেবারেই হয়নি। বহু স্থানে মাটি কাটার ফলে ঐতিহাসিক গড়টি বহু ক্ষেত্রেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মাটির দেয়ালের মধ্যে নিমাইদুয়ার, বাঘদুয়ার, জয়দুয়ার, সন্ন্যাসীদুয়ার, হোকদুয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন নামের দুয়ার বা প্রবেশপথগুলি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নামগুলিও মুছে যাওয়ার জোগাড়। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী নিঃসন্দেহে উন্নত চেতনাবোধের অভাব।

> **কোচবিহারের দিনহাটার কাছে গোসানিমারিতে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। প্রশ্ন হল, শত শত বছর ধরে গোসানিমারির এই কামতাপুর দুর্গ ঘিরে থাকা এই মাটির প্রাচীর বা গড় নিয়ে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও এর রক্ষণাবেক্ষণ একেবারেই হতাশাজনক। আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কিছুদিন খননকার্য চালালেও এখন এলাকাটি কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাতে অমূল্য কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।**

এই পটভূমিতে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই নিমাইদুয়ারের ইতিহাস জানতে নতুন করে অনুসন্ধান চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ও সিতাই ব্লকের প্রান্তিক দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত যথাক্রমে ছোটো শালবাড়ি ও আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। এই আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজলিকুড়া গ্রাম থেকে ছোটো শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চারহাটগামী সড়ক যেখানে মাটির দেয়াল বা গড়কে ভেদ করেছে, সেটাই 'নিমাইদুয়ার'। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সমান্তরাল দুটি মৃত্তিকা প্রাচীর এবং মধ্যে গভীর পরিখা—এক কথায় নয়নাভিরাম। ইতিহাস বলে, একসময় এই পরিখাগুলি দিয়ে জলপ্রবাহের ব্যবস্থা ছিল। এলাকার পরিবেশটাই প্রকৃতিপ্রেমী এবং পর্যটকদের আকৃষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। পরিখার সদ্ব্যবহার করে এক সুন্দর পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এখানে। এর উপর নামটি যেহেতু 'নিমাইদুয়ার', ফলে এর বাড়তি আকর্ষণ থাকবে ইতিহাসের কারণে। এমন একটা সম্ভাবনাও অনুসন্ধানে উঁকি মারছে যে, এই পথ ধরেই নিমাই অর্থাৎ চৈতন্যদেব ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে কামরূপ যাওয়ার সময় গোসানিমারিতে কোচবিহারের নারায়ণবংশীয় নৃপতি মহারাজ নরনারায়ণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। অনুসন্ধানে যদি সেই সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে ওঠে, তবে এই অঞ্চলের ইতিহাসকে যে নতুন খাতে প্রবাহিত করবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারে মহারাজ নরনারায়ণের সিংহাসনে অভিষেক হয়। ঠিক ওই বছরই চৈতন্যদেব কামরূপ ভ্রমণ শেষ করে ওড়িশার দিকে চলে গিয়েছিলেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নতুন দিগন্ত খুলে যাবে যদি 'নিমাইদুয়ার' ও চৈতন্যদেবের কোচবিহার সফরের বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগী হয়। পাশাপাশি সরকার এবং নির্দিষ্টভাবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নদপ্তর উদ্যোগী হলে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে 'নিমাইদুয়ার' একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

নতুন কেবল অপারেটর চাই

আমি ফুলবাড়ি (২)-এর ভালোবাসা মোড়ের বাসিন্দা। একটি জরুরি বিষয় এই পত্রিকার মাধ্যমে জানাতে চাই।

এই এলাকার ৬৫ ইউনিট কেবল অপারেটরের সার্ভিস অত্যন্ত বাজে। যাঁরা নতুন সিস্টেমে পে চ্যানেল নিয়েছেন, তাঁরাও চ্যানেল পাচ্ছে না। ইউনিটের মালিক ও সব কর্মচারী মিথ্যে কথা বলতে ওস্তাদ। বললে বলে, 'আপনারটা কানেকশন করে দিয়েছি।' কিন্তু বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় কিছুই দেয়নি। কিছু বললে উপরমহলের দোষ দেয়।

এই ইউনিটের গ্রাহক সংখ্যা অতিরিক্ত বেশি, সেজন্য সামাল দিতে পারে না। এজন্য আর একজন কেবল অপারেটর নিযুক্ত করা উচিত, না হলে গ্রাহকরা কোনোদিনই এই ইউনিটের কাছ থেকে কোনো ব্যাপারেই ভালো সার্ভিস পাবে না।

সন্দীপ দে
ভালোবাসা মোড়, জলপাইগুড়ি।

সমস্যায় জর্জরিত ভোটপট্টি রেলস্টেশন

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে ভোটপট্টি রেলস্টেশন দিয়ে যাত্রীবাহী ও মালগাড়ি ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে স্টেশনটির বেহাল দশা। যে সমস্যাগুলি এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে সেগুলি হল–

১। ভোটপট্টি রেলস্টেশনে এখনও পর্যন্ত যাত্রীশেড তৈরি করা হয়নি। ফলে রেলযাত্রীরা অসুবিধায় পড়েন।

২। এই স্টেশনে টিকিট কাউন্টার রয়েছে, কিন্তু স্টেশনমাস্টার নেই। ফলে দূরে কোথাও যেতে চাইলে যাত্রীদের চ্যাংরাবান্ধা, মাথাভাঙ্গা, মালবাজার স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটতে হয়।

৩। স্টেশনে পরিশ্রুত পানীয় জলের জন্য নলকূপ রয়েছে, কিন্তু সেটারও বেহাল দশা।

৪। এখানকার শৌচালয়টি দীর্ঘদিন নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পড়ে আছে।

৫। ভোটপট্টি রেলস্টেশন দিয়ে পদাতিক এক্সপ্রেস চলাচল করে, অথচ স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়ায় না। এই ট্রেনটি ধরতে ভোটপট্টিবাসীকে মাথাভাঙ্গা, এনজেপি স্টেশনে যেতে হয়।

৬। এই স্টেশনের লাইটগুলি ভেঙে গিয়েছে। ফলে সন্ধ্যার পর স্টেশনে চলাচলে যেমন সমস্যা হয়, তেমনি অন্ধকারের সুযোগে যত্রতত্র মদের আসর বসে।

এতসব সমস্যায় ভোটপট্টিবাসী হয়রান। সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ দাবি করছি।

দেবাশিস পাল, ভোটপট্টি বাসস্ট্যান্ড, জলপাইগুড়ি।

রাস্তা দিয়ে বিয়ের শোভাযাত্রা বন্ধ হোক

সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বিবাহ অন্যতম। বিয়ে উপলক্ষ্যে যে শোভাযাত্রা বের হয়, তা কিছু লোকের কাছে আনন্দদায়ক হলেও অনেকের কাছেই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত শোভাযাত্রা যখন রাস্তাজুড়ে যায়, তখন পথচারী থেকে যানচালক, সকলেই সমস্যায় পড়েন। আজকাল বর কিংবা নববধূকে নিয়ে উচ্চস্বরে মাইক, ডিজে বাজিয়ে, নাচানাচি করে ধীরগতিতে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যেন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। রাস্তাজুড়ে নাচানাচির পাশাপাশি রয়েছে বাজি-পটকার দাপট, যা রীতিমতো অস্বস্তিকর। এর দরুণ যানজট তৈরি হয়। শোভাযাত্রাকে পাশ কাটিয়ে কেউ যেতে চাইলে তাঁর কপালে জোটে অকথ্য গালিগালাজ, কখনও মারও খেতে হয়। আবার যাঁরা শোভাযাত্রায় অংশ নেন, তাঁদের অনেকেই মদ্যপ অবস্থায় থাকেন। অনেক সময় এমন শোভাযাত্রার কারণে অ্যাম্বুলেন্সও আটকে যায়। কিছু মানুষের আনন্দের জন্য বহু মানুষকে অসুবিধায় ফেলা যেকোনো সভ্যসমাজেই অশোভন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাধন কর
পাবনা কলোনি, কালিয়াগঞ্জ।

ক্লক টাওয়ার চাই

উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়ি। কদমতলা মোড় এই শহরের কেন্দ্রবিন্দু। সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই মোড়ের কেন্দ্রে একটি ক্লক টাওয়ার বসানো হোক। এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি। ক্লক টাওয়ার বসানোর জন্য জলপাইগুড়ি পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অনুপ চৌধুরি,
১৪ নম্বর ওয়ার্ড, জলপাইগুড়ি।

নির্বাচন এলে অভিনেতাদের ভিড় বাড়ে

সমাজ-সংসারে শুধু নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও টিকে থাকতে গেলে অভিনয় জানা একান্ত প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন এলে অভিনয়ের কদর বেড়ে যায়। সমাজবিরোধী থেকে কালোবাজারি-সকলেই সমাজদরদী হয়ে মাঠে নেমে পড়েন। জাতপাত, ধর্ম, ধনী-দরিদ্র-সবাই তখন একান্ত আপন। একদল যখন রাফায়েল দুর্নীতি, বেকার সমস্যা, নীরব মোদি, মেহুল চোকসির পলায়ন, চাষিদের দুর্দশা ইত্যাদি ব্যর্থতার কথা প্রচার করে ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যস্ত, তখন ক্ষমতাসীন দলের হাতিয়ার পুলওয়ামা হামলা, বালাকোটের এয়ার স্ট্রাইক, প্রধানমন্ত্রীর বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এদেশের ছদ্মবেশী দেশপ্রেমিকের দল যত বেশি গর্জন করবে, তত সহজে হয়তো তারা নির্বাচন উতরে যাবে, কিন্তু সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই থেকে যাবেন।

আশু দাস
বিবেকানন্দপল্লি, জয়গাঁ।

মদ নিষিদ্ধ হোক

বিভিন্ন এলাকায় মহিলারা মদের ব্যবসা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ, অবরোধ, প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছেন। আমি অনেক পরিবারে মহিলাদের উপর মদ্যপ স্বামী ও সন্তানদের অত্যাচারের কথা জানি। ওইসব অত্যাচারী স্বামী রোজগারের বেশিরভাগটাই নেশার পিছনে ব্যয় করে। ফলে স্ত্রী-শিশুসন্তান অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটায়। প্রতিবাদ করলে স্বামীদের অত্যাচার বেড়ে যায়। এভাবে নেশা করে কত পরিবার যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে! এমন পরিস্থিতিতে সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির নামে মদের লাইসেন্স দিতে পারে কি? সমাজ ধ্বংস করে সরকারের টাকা রোজগারের অধিকার আছে কি? আশা করি, সরকার মদ নিষিদ্ধ করে আমাদের ঘরের মেয়েদের এবং সন্তানদের সুস্থভাবে বাঁচতে সাহায্য করবে।

মুন সরকার, রেলগুমটি, কোচবিহার।

উন্নয়ন নিয়ে সরকার ভাবুন

আমরা আজকাল উন্নয়নের কথা বলি। বিনিয়োগের কথাও বলি। কিন্তু কোথায় হচ্ছে এসব? আমাদের পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন কিংবা বিনিয়োগ-কোনোটাই নেই। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে তো উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও নেই। তাই আমাদের মতো শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের বাধ্য হয়ে ভিনরাজ্যে গিয়ে চাকরি করতে হচ্ছে। সবকিছুর মূলেই রয়েছে কাজের অভাব। কিন্তু আমাদের সরকার কি সে বিষয়ে কিছু ভাবছে? এখনও যদি না ভেবে থাকে, তাহলে এরপর পশ্চিমবঙ্গ আরও পিছিয়ে পড়বে, বিহারেরও পিছনে চলে যাবে। যদি রাজ্যকে বাঁচাতে চাই, এখনও সময় আছে। সরকার একটু ভাবুক।

সুব্রত ঘোষ, ভদোদরা, গুজরাট।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677